কান্ডলা রপ্তানি কর্পোরেশন এবং আরেকজন

বনাম

এম/এস ও. সি. আই কর্পোরেশন এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৬৬১-১৬৬৩)

ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০১৮

[আর. এফ. নরিমান এবং নাভিন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ আইন, ২০১৫ঃ

ধারা ১৩ (১)-এর অধীনে আপীল-বিদেশী রায় প্রয়োগের বিরুদ্ধে-হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগ বিদেশী রায় কার্যকর করার আদেশ জারি করে-ধারা ১৩ (১)-এর বিরুদ্ধে আপীল-এই ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছে যে যেহেতু সালিসি আইনের ধারা ৫০-এর অধীনে কোনও বিদেশী রায় কার্যকর করার রায় থেকে কোনও আপিল মিথ্যা নয়, তাই বাণিজ্যিক আদালত আইনের অধীনে এ জাতীয় কোনও আপিল রক্ষণযোগ্য হবে না-আপিলের ক্ষেত্রে, সিধান্তঃ ধারা ৫০ সালিসি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোডে অন্তর্ভুক্ত একটি বিধান-ধারা ১৩ (১) সালিসি সংক্রান্ত একটি সাধারণ বিধান-উভয় আইনের সুরেলা গঠনের মতবাদ প্রয়োগ করে, বিশেষ আইন অর্থাৎ সালিশ আইনকে কার্যকর করার মাধ্যমে এগুলি সর্বোত্তমভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব, যেমন বাণিজ্যিক আদালত আইন-অতএব, সালিশ আইনের ধারা ৫০-এর অধীনে রক্ষণযোগ্য নয় এমন কোনও আপিল বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ (১)-এর অধীনে রক্ষণযোগ্য হবে না-এর বিপরীতে একটি ব্যাখ্যা বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা অর্জিত উদ্দেশ্যের সরাসরি বিপরীত হবে অর্থাৎ বিরোধের দ্রুত সমাধান-সালিশ অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট ১৯৯৬-ধারা ৫০-সংবিধির ব্যাখ্যা-সুসংগত নির্মাণের মতবাদ।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করেঃ ১. ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ৫০ ধারা হলো সালিশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোডের অন্তর্ভুক্ত একটি বিধান, এবং এটি প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ। এটি *ফুয়ের্স্ট ডে লসন* মামলায় উল্লিখিত নেতিবাচক অর্থ বহন করে যে আইনে উল্লেখিত আপিলগুলি অনুমোদিত নয়।

এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ আইন, ২০১৫-এর ধারা ১৩ (১) (বাণিজ্যিক আদালত আইন) সম্পর্কিত সালিশের একটি সাধারণ বিধান। বাণিজ্যিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত আপিলগুলি অবশ্যই সালিসি আইনের ৫০ নং ধারার আওতায় আসা মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ ২১] [৯৩৩-বি-ডি]

২. প্রশ্নটি এখনও উত্থাপিত হয় যে কেন বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারার বিধানে সালিশ আইনের ৩৭ ধারাটি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোডে অন্তর্ভুক্ত আপিলের সমানভাবে একটি বিশেষ বিধান, যা যে কোনও মামলা বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারার বাইরে থাকবে। একটি উত্তর হল যে এটি প্রচুর পরিমাণে করা হয়েছিল।আরেকটি উত্তর হতে পারে যে, যেহেতু ধারা ৩৭ নিজেই সালিসি সংশোধনী আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল, যা বাণিজ্যিক আদালত আইনের একই দিনে কার্যকর হয়েছিল, তাই সংসদ ভেবেছিল যে, এটি জোর দেওয়া প্রয়োজন যে সংশোধিত ধারা ৩৭ বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ (১)-এ অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিধানের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। ঘটনাচক্রে, ২০১৫ সালের সংশোধনী সালিসি আইনে আপিলযোগ্য আদেশের বিভাগে আরও একটি বিভাগ প্রবর্তন করেছে, অর্থাৎ, এমন একটি বিভাগ যেখানে ধারা ৮-এর অধীনে একটি আদেশ দেওয়া হয় যা পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করতে অস্বীকার করে। সংসদ হয়তো এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছে যে, ধারা ৮-এর অধীনে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করার আদেশ ধারা ৩৭(১)(ক)-এর অধীনে আপিলযোগ্য নয় এবং তাই বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ (১)-এর অধীনে আপিলযোগ্য হবে না। ধারা ১৩ (১)-এর অনুবিধিতে সালিশ আইনের ধারা ৩৭ অন্তর্ভুক্ত করার সর্বোচ্চ কারণ যাই হোক না কেন, * ফুয়ার্স্ট ডে লসন মামলার রায়ের অনুপাত নির্ধারণ প্রযোজ্য হবে এবং তাই, সালিশ আইনের ধারা ৫০-এর অধীনে দায়ের করা আপিলগুলি কেবল ধারা ৫০-এর কসরত অনুসরণ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ২২] [৯৩৩-ই-এইচ; ৯৩৪-এ]

৩. এটি ধারা ৫০-এর ভাষা থেকে অনুসরণ করে বিদেশী পুরস্কার প্রয়োগের সমস্ত সালিশ মামলা, ধারা ৫০ শুধুমাত্র যা একটি আপিল প্রদান করে। আপিলের বিধান রাখার পর, আপিলের ফোরাম "এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য আইন দ্বারা অনুমোদিত আদালতের উপর" ছেড়ে দেওয়া হয়।

অতএব, যথাযথভাবে পাঠ করা ৫০ ধারার অর্থ হবে যে, যদি কোনও আপিল উক্ত বিধানের অধীনে থাকে, তবে কেবল বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারাটি এমন একটি ফোরাম স্থাপন করবে যা এই ধরনের আপিল শুনবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৯৩৪-বি]

৪. উভয় আইনের উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট যে সালিশ নিজেই পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের দ্রুত সমাধানের জন্য বোঝানো হয়েছে। একইভাবে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে বলতে গেলে, বিদেশী পুরষ্কারের প্রয়োগ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমান অংশীদার হিসাবে হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্যিক আদালত আইন প্রণয়নের মূল কারণ হল যে উচ্চ পরিমাণ অর্থের সাথে জড়িত বাণিজ্যিক বিরোধগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিত। উভয় আইনের উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, যদি কোনও অতিরিক্ত আপিল সরবরাহ করা হয় যখন ধারা ৫০ একটি আপিলের সাথে সরিয়ে দেয় যাতে বিদেশী পুরষ্কারগুলি দ্রুত প্রয়োগ করা যায়, এটি সালিশ আইন এবং তাদের মাথায় 'বাণিজ্যিক আদালত আইন' পরিণত করবে।

[অনুচ্ছেদ ২৮] [৯৩৫-জি-এইচ; ৯৩৬-এ]

৫. যদি ভারতে কার্যকর করার জন্য কোনও বিদেশী রায়ে থাকা পরিমাণ এক কোটি টাকার কম হয় এবং কোনও হাইকোর্টের একক বিচারক যদি এই ধরনের রায়ে কার্যকর হন, তবে বিদেশী রায়ে দ্রুত প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কোনও আপিল করা হবে না। তবে, একই পরিস্থিতিতে, যদি কোনও বিদেশী রায়ে ১ কোটি বা তার বেশি হয়, তবে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারার অধীনে আপিল করার মাধ্যমে এই ধরনের রায়ে আরও বিলম্ব হবে। এই ধরনের কোনও ব্যাখ্যা 'নেতৃত্ব দেবে', এবং বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা অর্জিত উদ্দেশ্যের সরাসরি বিপরীত হবে, অর্থাৎ, ১ কোটি টাকা এবং তার বেশি পরিমাণের বাণিজ্যিক প্রকৃতির বিরোধের দ্রুত সমাধান। এই কারণেও, বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারাকে অবশ্যই আইন দ্বারা অর্জিত উদ্দেশ্য অনুসারে বোঝা উচিত। বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ ধারার যে কোনও নির্মাণ, যা বিদেশী পুরষ্কারের দ্রুত প্রয়োগের পরিবর্তে আরও বিলম্বের দিকে পরিচালিত করবে, তাই অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৯৩৬-বি-ডি]

৬. উভয় আইনের সুরেলা গঠনের মতবাদ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও, এটা স্পষ্ট যে, বিশেষ আইন অর্থাৎ সালিশ আইনকে কার্যকর করার মাধ্যমে, অর্থাৎ বাণিজ্যিক আদালত আইনকে, সালিশ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে, উভয় আইনের মধ্যে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৯৩৬-ডি-ই]

*ফুয়ার্স্ট ডে লসন লিমিটেড বনাম জিন্দাল এক্সপোর্টস লিমিটেড (২০১১) ৮ এস. সি. সি ৩৩৩: [২০১১] ১১ এস. সি. আর ১: সুমিতোমো কর্পোরেশন বনাম সি. ডি. সি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (মরিশাস) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০০৮) ৪ এস. সি. সি ৯১: [২০০৮] ৩ এস. সি. আর ৩০৯: অরুণ দেব উপাধ্যায় বনাম ইন্টিগ্রেটেড সেলস সার্ভিস লিমিটেড (২০১৬) ৯ এস. সি. সি ৫২৪: [২০১৬] ৭ এস. সি. আর ৯৭৬-এর উপর নির্ভরশীল।

সিআইটি বনাম ইন্দো-মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড [১৯৫৯] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৫৬: ভারতের ইউনিয়ন বনাম মহিন্দ্র সরবরাহ কোম্পানি [১৯৬২] ৩ এস. সি. আর. ৪৯৭ উল্লেখ করা হয়েছে।

Case Law Reference

[2011] 11 SCR 1 relied on Para 8

[1959] 2 Suppl. SCR 256 referred to Para 14

[1962] 3 SCR 497 referred to Para 20

[2008] 3 SCR 309 relied on Para 24

[2016] 7 SCR 976 relied on Para 25

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ার: ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৬৬১-১৬৬৩।

২০১৭ সালের ৩০৯৬, ৩০৯৭ এবং ৩০৯৮ নং প্রথম আপিলে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ২৮.০৯.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

ভি. গিরি, প্রবীণ আইনজীবী, মহেশ আগরওয়াল, অর্চিত জানি, কীর্তি কুমার 'ঠক্কর, ঋষভ পারিখ, নিশান্ত রাও, রাজেশ কুমার, ই. সি. আগরওয়ালা, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

তেজাস কারিয়া, সুশ্রী অনন্যা আগরওয়াল, সুশ্রী সুরভী লাল, রবিন্দর নিঝাওয়ান, এস. এস. শ্রফ, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি ১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. বর্তমান আপিলগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এরপরে "সালিসি আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ৫০ ধারার অধীনে রক্ষণযোগ্য নয় এমন কোনও আপিল বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ আইন, ২০১৫ (এরপরে "বাণিজ্যিক আদালত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ১৩ (১) ধারার অধীনে রক্ষণযোগ্য কিনা।

৩. উপরোক্ত ইস্যুটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপ। ২০১৪ সালের ২৮শে এপ্রিল শস্য ও খাদ্য বাণিজ্য সমিতির (জিএএফটিএ) সালিসি বিধি অনুসারে একটি সালিসি রায় পাস করা হয়, যা বিক্রেতাদের প্রতি উত্তরদাতাদের, যারা ক্রেতা ছিলেন, ত্রৈমাসিক বিশ্রামে ৪ শতাংশ হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের সাথে ইউএসএস ৮৪৬,৭৫০-এর যোগফল প্রদান করার নির্দেশ দেয়। আপিলে, ২০১৫ সালের ১৬ই এপ্রিলের একটি আদেশের মাধ্যমে, আপিল ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের নির্দেশ দেয় 'ত্রৈমাসিক বিশ্রামে গণনা করা ৪ শতাংশ হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ' সহ ইউএসএস ৮১৫,০০০-এর যোগফল প্রদান করতে।

৪. আপিল অ্যাওয়ার্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারীরা কুইন্স বেঞ্চে আপিল দায়ের করেন। যাইহোক, উক্ত আপিলটি ১৪ই জুলাই, ২০১৫-এ প্রত্যাখ্যাত হয়, এই ভিত্তিতে যে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি স্পষ্টতই ভুল ছিল না। উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে, আপিলকারীরা কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশন, কমার্শিয়াল কোর্টে আপিল দায়ের করে, যা ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আপিলকারীরা, নিরুৎসাহিত হয়ে, যুক্তরাজ্যের বেসামরিক বিভাগের আপিল আদালতে আরও একটি আপিল দায়ের করে। আপিল আদালত এই ভিত্তিতে আপিল করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে যে পুরস্কারটি স্পষ্টতই ভুল ছিল না।

৫. ইতিমধ্যে, ২৯শে জুন, ২০১৫ তারিখে গান্ধীধাম-কচ্ছ জেলা আদালতে বিবাদীদের দ্বারা সালিশ আইনের ৪৮ ধারার অধীনে ২০১৫ সালের ই.পি. নং ১৬৭ নামে একটি মৃত্যুদণ্ড আবেদন দাখিল করা হয়। ৭ই মার্চ, ২০১৬ তারিখে, আপিলকারীরা উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি দাখিল করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে, বিবাদীরা বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৫(৫) ধারার অধীনে গুজরাট হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ডের আবেদনটি হাইকোর্টে স্থানান্তরের জন্য যথাযথ আদেশের জন্য আবেদন করেন। ১১ই নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট উক্ত মৃত্যুদণ্ডের আবেদনটি গুজরাট হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগে স্থানান্তর করে এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ ছুটির আবেদন এই আদালত ৩রা মার্চ, ২০১৭ তারিখে খারিজ করে দেয়।

৬. ২০১৭ সালের ৮ই আগস্ট গুজরাট হাইকোর্ট আপিলকারীদের দায়ের করা আপত্তিগুলি খারিজ করে দেয় এবং উত্তরদাতাদের দায়ের করা মৃত্যুদণ্ডের আবেদন মঞ্জুর করে। এই রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারীরা বাণিজ্যিক আদালত আইনের অধীনে একটি আপিল দায়ের করে, যা ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিতর্কিত রায়ে খারিজ হয়ে যায়, উল্লেখ করে যে বাণিজ্যিক আদালত আইন আপিলের কোনও অতিরিক্ত অধিকার প্রদান করে না যা অন্যথায় সালিশ আইনের বিধানের অধীনে আপিলকারীদের জন্য উপলব্ধ নয়। সালিশ আইনের ৫০ ধারায় শুধুমাত্র বিদেশী রায় কার্যকর করার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলেই আপিলের বিধান ছিল, এই বিষয়টি বিবেচনা করে হাইকোর্ট সালিশ আইনের আইনী নীতি (যা ছিল বিদেশী রায় কার্যকর করার বিষয়গুলি দ্রুত নির্ধারণ করা) বিবেচনা করে বলেছে যে, যেহেতু উক্ত ধারার অধীনে বিদেশী রায় কার্যকর করার রায় থেকে আপিল করা হয়নি, তাই বাণিজ্যিক আদালত আইনের অধীনে এই ধরনের কোনও আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভি গিরি বাণিজ্যিক আদালত আইনের মাধ্যমে আমাদের বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি উক্ত আইনের ৩ থেকে ৭ ধারার উপর নির্ভর করেছিলেন এবং তারপর আমাদের ১৩ ধারায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, ১৩ ধারা হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তিকে আপিলের ব্যবস্থা করেছিল এবং যেহেতু সালিসি আইনের ৫০ ধারা বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারার বিধানে কোনও স্থান পায়নি, তাই এটি স্পষ্ট যে ১৩ (১) ধারার বিস্তৃত ভাষা সালিসি আইনের ৫০ ধারায় যা কিছু রয়েছে তা সত্ত্বেও আপিলের অধিকার প্রদান করবে। তাঁর মতে, ধারা ২১-এর সঙ্গে পড়ার সময় এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে বলা হয়েছে যে, বাণিজ্যিক আদালত আইনের বিধানগুলি বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, সালিসি আইনের ৩৭ ধারা, যা বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ (১)-এর অনুবিধিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত, বিশেষভাবে উল্লিখিত বিধানে উল্লিখিত আপিলগুলির কথা বলে, "অন্য কোনও" অভিব্যক্তি সহ, যা সালিসি আইনের ধারা ৫০-এ অনুপস্থিতির কারণে সুস্পষ্ট। তিনি আরও যুক্তি দেন যে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩(১) এর ভাষা অত্যন্ত বিস্তৃত - এটি একটি হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগের "সিদ্ধান্ত", "রায়" এবং/অথবা "আদেশ" কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাই, ৮ই আগস্ট, ২০১৭ সালের বিতর্কিত রায়, যা বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা মৃত্যুদণ্ডের আবেদনের অনুমতি দেয়, অবশ্যই একটি "সিদ্ধান্ত" এবং/অথবা "রায়" হবে যা স্পষ্টভাবে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩(১) এ অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত শব্দ দ্বারা আচ্ছাদিত হবে।

তিনি ১৩ (২) ধারার উপর নির্ভর করে বলেন যে, 'বাণিজ্যিক আদালত আইন' কার্যকর হওয়ার পরে আপিলগুলি কেবল পূর্বোক্ত আইনে নির্দেশিত পদ্ধতিতে থাকে এবং আইনের বিধান অনুসারে অন্যথায় নয়। বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মতে, আইনের প্রকল্পটি দেখাবে যে, ১ কোটি টাকার বেশি সমস্ত বিষয়ে, আইনী অভিপ্রায় হ 'ল একটি আপিল প্রদান করা, জড়িত অংশীদারিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, যা ধারা ১৪ এর অধীনে, এই ধরনের আপিল দায়ের করার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের সালিশি আইনের ৫ নম্বর ধারার কথাও উল্লেখ করেছেন, যেখানে সালিশি আইনের প্রথম অংশের ক্ষেত্রে একটি অ-বাধ্য ধারা রয়েছে এবং বলেছেন যে সালিশি আইনের দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে, একই ধরণের অ-বাধ্য ধারার অনুপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব, এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে প্রতিযোগিতামূলক অপ্রতিরোধ্য ধারা রয়েছে এবং তাই বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ২১-কে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভূমিকা দিতে হবে। তাঁর মতে, সালিসি আইনের ধারা ৪৯ এও স্পষ্ট করে দেয় যে এই রায়টি আদালতের একটি ডিক্রি হিসাবে বিবেচিত হবে যা এটি প্রয়োগ করে। এই ক্ষেত্রে, এই ধরনের ডিক্রি থেকে একটি আপিল 'বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারা দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যা তাঁর যুক্তি অনুসারে,' সিদ্ধান্ত '.' রায় 'এবং' আদেশের 'কথা বলে। তিনি তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে এই আদালত এবং হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

৮. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী তেজাস কারিয়া বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১০ ও ১১ ধারার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, সালিশ আইনের ৪৭ ধারার ব্যাখ্যা, যখন বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১১ ধারার সাথে পড়া হবে, তখন এটি স্পষ্ট করে দেবে যে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ২১ ধারায় অন্তর্ভুক্ত অ-বাধা ১১ ধারাকে পথ দিতে হবে, এবং যেহেতু সালিশ আইনের ৫০ ধারা পরোক্ষভাবে কোনও বিদেশী পুরষ্কার কার্যকর করার অনুমতি দেওয়ার আবেদনের বিরুদ্ধে আপিলকে বাধা দেয়, তার মক্কেলের ধারণা অনুযায়ী ১৩ ধারাটি ক্ষতিকারক হবে। তিনি ফুয়েস্ট ডে লসন লিমিটেড বনাম জিন্দাল এক্সপোর্টস লিমিটেড, (২০১১) ৮ এসসিসি ৩৩৩ মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সালিশ আইন সালিশ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড, যা বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩-এ অন্তর্ভুক্ত সাধারণ আইনের প্রযোজ্যতা বাদ দেবে। এছাড়াও, তাঁর মতে, উভয় আইনের উদ্দেশ্য হল সালিশ এবং/অথবা বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা অতিরিক্ত আপিলের ব্যবস্থা করা, যা সালিশ আইন দ্বারা অন্তর্নিহিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, উভয় আইনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

তিনি এই আবেদনগুলিকে সমর্থন করার জন্য এই আদালত এবং হাইকোর্টের অন্যান্য বিভিন্ন রায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে কোটি টাকার কম পরিমাণের বিদেশী পুরষ্কার কার্যকর করার ক্ষেত্রে, স্বীকারযোগ্যভাবে কোনও আপিল থাকবে না। তবে, কেবলমাত্র বিদেশী পুরষ্কারে থাকা পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশি হওয়ার কারণে, অতিরিক্ত আপিল করার কোনও কারণ নেই। এটি বাণিজ্যিক আদালত আইনের উদ্দেশ্য নয়। তিনি আমাদের বর্তমান আপিল খারিজ করার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন, উল্লেখ করে যে আপিলকারীদের বর্তমান প্রচেষ্টা অনিবার্য বিলম্বিত করার আরেকটি প্রচেষ্টা, এবং আমাদের যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন কার্যধারার পাশাপাশি এই দেশের কার্যধারার দিকে নির্দেশ করেছিলেন যাতে আমরা কেবল এই কারণেই আপিল খারিজ করে দেই।

৯. উভয় পক্ষের আইনজীবীর কথা শোনার পর, এটা লক্ষণীয় আকর্ষণীয় যে, বাণিজ্যিক আদালত আইন এবং ২০১৫ সালের বিস্তারিত সালিসি সংশোধনী আইন উভয়ই একই দিনে অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর, ২০১৫-তে ভারতের আইন কমিশনের দুটি প্রতিবেদনের ফলস্বরূপ কার্যকর করা হয়েছিল।

১০. বাণিজ্যিক আদালত আইনের উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতিতে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে:

"উচ্চমূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির প্রস্তাব বেশ কিছুদিন ধরে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। উচ্চমূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধগুলির সঙ্গে জটিল তথ্য এবং আইনের প্রশ্ন জড়িত। অতএব, এগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য একটি স্বাধীন ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক বিরোধগুলির দ্রুত সমাধান বিনিয়োগকারী বিশ্বের কাছে স্বাধীন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করবে।

XXX

৬. হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ অধ্যাদেশ, ২০১৫ প্রতিস্থাপনের জন্য হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ বিল, ২০১৫ প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির জন্য বিধান করেঃ -

(i) যে অঞ্চলে কোনও হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ার রয়েছে সেই অঞ্চল ব্যতীত জেলা পর্যায়ে বাণিজ্যিক আদালত গঠন;

(ii) যেসব হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই সাধারণ দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগ করছে, সেখানে বাণিজ্যিক বিভাগ গঠন করা এবং যেসব এলাকায় এর আদি এখতিয়ার রয়েছে, সেসব এলাকার উপর তাদের আঞ্চলিক এখতিয়ার থাকবে;

(iii) বাণিজ্যিক আদালতের আদেশ এবং হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য সকল হাইকোর্টে বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ গঠন;

(iv) এই ধরনের বাণিজ্যিক আদালত এবং বাণিজ্যিক বিভাগের ন্যূনতম আর্থিক এখতিয়ার এক কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

(v) বাণিজ্যিক মামলা নিষ্পত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিলম্ব হ্রাস করার জন্য, বাণিজ্যিক আদালত এবং বাণিজ্যিক বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ সংশোধন করা, যা বিদ্যমান হাইকোর্ট বিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অন্যান্য বিধানের উপর প্রাধান্য পাবে।

৭. প্রস্তাবিত বিলটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে, ভারতীয় ন্যায়বিচার প্রদান ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে উন্নত করবে এবং দেশের আইনি সংস্কৃতিতে বিনিয়োগকারী বিশ্বের বিশ্বাসকে উন্নত করবে।"

১১. এই আপিলগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক আদালত আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপঃ

"২. সংজ্ঞা. **(১)** এই আইনে, যদি না প্রেক্ষাপট অন্যথায় প্রয়োজন হয়,_

(i) বাণিজ্যিক বিরোধের ক্ষেত্রে "নির্দিষ্ট মূল্য" বলতে ১২ ধারা অনুসারে নির্ধারিত কোনও মামলার ক্ষেত্রে বিষয়-বিষয়ের মূল্যকে বোঝাবে, যা এক টাকার কম হবে না বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবহিত উচ্চতর মূল্য হবে।

৪. হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগের গঠন।-**(১)** সাধারণ দেওয়ানি এখতিয়ার সম্পন্ন সকল উচ্চ আদালতে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীনে প্রদত্ত এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একক বিচারপতির সমন্বয়ে এক বা একাধিক বেঞ্চ সম্বলিত বাণিজ্যিক বিভাগ গঠন করতে পারবেন।

(২) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের সেইসব বিচারকদের, যাঁদের বাণিজ্যিক বিরোধ মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, বাণিজ্যিক বিভাগের বিচারক হিসাবে মনোনীত করবেন।

৫. বাণিজ্যিক আপিল বিভাগের গঠন।-(১) ধারা ৩-এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারি অথবা ধারা ৪-এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ জারি করার পর, সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, আদেশ দ্বারা, আইন দ্বারা প্রদত্ত এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ডিভিশন বেঞ্চ সহ বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ গঠন করবেন।

(২) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের সেইসব বিচারকদের, যাঁদের বাণিজ্যিক বিরোধ মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, বাণিজ্যিক আপিল বিভাগের বিচারক হিসাবে মনোনীত করবেন।

৭. হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগগুলির এখতিয়ার।-সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারযুক্ত কোনও হাইকোর্টে দায়ের করা নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত মামলা ও আবেদন সেই হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগ দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবেঃ

অনুবিধি থাকে যে, বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত মামলা ও আবেদন, যা কোনও আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় যে, জেলা আদালতের চেয়ে নিকৃষ্ট নয় এমন আদালতে দায়ের করা হবে এবং হাইকোর্টের মূল দিকে দায়ের করা বা বিচারাধীন, হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগ দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবেঃ

আরও অনুবিধি থাকে যে, ডিজাইন আইন, ২০০০-এর ধারা ২২-এর উপ-ধারা (৪) অথবা পেটেন্ট আইন, ১৯৭০-এর ধারা ১০৪-এর ভিত্তিতে হাইকোর্টে স্থানান্তরিত সমস্ত মামলা ও আবেদন হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগ দ্বারা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে, যেগুলির উপর হাইকোর্ট সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগ করে।

১০. সালিশ সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এখতিয়ার।-যেখানে সালিশের বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ এবং-

(১) যদি এই ধরনের সালিসি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি হয়, তবে সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর বিধান অনুযায়ী এই ধরনের সালিসি থেকে উদ্‌ভূত সমস্ত আবেদন বা আপিল যেগুলি উচ্চ আদালতে দায়ের করা হয়েছে, সেগুলি বাণিজ্যিক বিভাগ দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে যেখানে এই ধরনের বাণিজ্যিক বিভাগ এমন উচ্চ আদালতে গঠিত হয়েছে।

(২) যদি এই ধরনের সালিসি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তা হলে সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর বিধানাবলীর অধীনে হাইকোর্টের মূল দিকে দায়ের করা সালিসি থেকে উদ্ভূত সমস্ত আবেদন বা আপিল বাণিজ্যিক বিভাগ দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে, যেখানে এই ধরনের বাণিজ্যিক বিভাগ হাইকোর্ট গঠন করা হয়েছে।

(৩) যদি এই ধরনের সালিসি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর বিধানাবলীর অধীনে এই ধরনের সালিসি থেকে উদ্ভূত সমস্ত আবেদন বা আপিল যা সাধারণত কোনও জেলার মূল এখতিয়ারের কোনও প্রধান দেওয়ানি আদালতে (হাইকোর্ট না হয়ে) দায়ের করা হবে এবং বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে, যেখানে এই ধরনের বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয়েছে।

১১. বাণিজ্যিক আদালত ও বাণিজ্যিক বিভাগগুলির এখতিয়ার রোধ।-এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনও বাণিজ্যিক আদালত বা বাণিজ্যিক বিভাগ কোনও বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত কোনও মামলা, আবেদন বা কার্যধারা গ্রহণ করবে না বা সিদ্ধান্ত নেবে না যার ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার আপাতভাবে কার্যকর অন্য কোনও আইনের অধীনে স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে নিষিদ্ধ।

১৩. বাণিজ্যিক আদালত এবং বাণিজ্যিক বিভাগের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল।- (১) বাণিজ্যিক আদালত বা হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি রায় বা আদেশের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে সেই হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগে আবেদন করতে পারেন, যা মামলা হতে পারেঃ

তবে অনুবিধি থাকে যে, এই আইন এবং সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ৩৭ ধারা দ্বারা সংশোধিত ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ত্রয়োদশ আদেশের অধীনে সুনির্দিষ্টভাবে গণনা করা কোনও বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।

(২) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইন বা হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্টে যা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী ছাড়া অন্য কোনও বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতের কোনও আদেশ বা ডিক্রি থেকে কোনও আপিল করা হবে না।

১৪. আপিলগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি।-বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ এই ধরনের আপিল দায়ের করার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে তার কাছে দায়ের করা আপিলগুলি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে।

১৫. বিচারাধীন মামলাগুলির হস্তান্তর।-(১) যে উচ্চ আদালতে একটি বাণিজ্যিক বিভাগ গঠন করা হয়েছে সেখানে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত আবেদন সহ সমস্ত মামলা ও আবেদন বাণিজ্যিক বিভাগে হস্তান্তর করা হবে।

(২) যে কোনও জেলা বা এলাকায় বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয়েছে, সেখানে কোনও দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর অধীনে আবেদন সহ সমস্ত মামলা ও আবেদন, এই ধরনের বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত হবেঃ

তবে অনুবিধি থাকে যে, বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালত গঠনের পূর্বে আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় সংরক্ষিত থাকলে, উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোনও মামলা বা আবেদন স্থানান্তর করা যাবে না।

(৩) যেখানে নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত কোনও মামলা বা আবেদন, সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর অধীনে কোনও আবেদন সহ, উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত হবে, এই আইনের বিধানগুলি সেই প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা হস্তান্তরের সময় সম্পূর্ণ ছিল না।

(৪) বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালত, ক্ষেত্রমত, এই ধরনের হস্তান্তরিত মামলা বা আবেদনের বিষয়ে মামলা পরিচালনার শুনানি করতে পারে যাতে নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় বা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ XIV-ক অনুসারে এই ধরনের মামলা বা আবেদনের দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় আরও নির্দেশ জারি করা যায়ঃ

তবে অনুবিধি থাকে যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ V-এর বিধি ১-এর উপ-বিধি (১) এর অনুবিধি এই ধরনের স্থানান্তরিত মামলা বা আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য একটি নতুন সময়কাল নির্ধারণ করতে পারে।

(৫) যদি এই ধরণের মামলা বা আবেদন উপ-ধারা (১), উপ-ধারা (২) অথবা উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত না হয়, তাহলে হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ, মামলার যেকোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে, মামলা বা আবেদনটি যে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে সেখান থেকে প্রত্যাহার করতে পারে এবং বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করতে পারে, যেখানে মামলার আঞ্চলিক এখতিয়ার রয়েছে এবং এই ধরনের স্থানান্তরের আদেশ চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হবে।

২১. আইনের অগ্রবর্তী প্রভাব থাকবে।-অন্যথায় বিধান করা ছাড়া, এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর থাকবে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা এই আইন ব্যতীত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনও আইনের কারণে কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও।

১২. সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ সালিসি আইন, ১৯৪০, সালিশ (প্রটোকল অ্যান্ড কনভেনশন) আইন, ১৯৩৭ এবং বিদেশী পুরষ্কার (স্বীকৃতি এবং প্রয়োগ) আইন, ১৯৬১ বাতিল করে। এর দীর্ঘ শিরোনাম নিম্নরূপঃ

"অভ্যন্তরীণ সালিশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ এবং বিদেশী সালিশ পুরস্কার প্রয়োগ সম্পর্কিত আইনকে সুসংহত ও সংশোধন করার পাশাপাশি সমঝোতা সম্পর্কিত আইন এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য একটি আইন।"

উক্ত আইনটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে, যার সাথে আমরা বর্তমান আপিলের সাথে সম্পর্কিত নই, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের কথা বলা হয়েছে যা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় অংশে, যার সাথে আমরা সরাসরি জড়িত, বিদেশী পুরষ্কার প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। একটি বিদেশী পুরষ্কারকে ধারা ৪৪-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার অর্থ সালিশ, বাণিজ্যিক হিসাবে বিবেচিত আইনী সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্যের উপর পুরষ্কার, সালিশের জন্য লিখিত চুক্তির অনুসরণে যার জন্য প্রথম তফসিলে নিউইয়র্ক কনভেনশন প্রযোজ্য। ধারা ৪৯ এবং ৫০, যার সাথে আমরা সরাসরি উদ্বিগ্ন, নিম্নরূপঃ

"৪৯. বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগ।-যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে বিদেশী পুরস্কারটি এই অধ্যায়ের অধীনে প্রয়োগযোগ্য, তবে পুরস্কারটি সেই আদালতের একটি ডিক্রি বলে বিবেচিত হবে।

৫০. আপিলযোগ্য আদেশ।-(১)- প্রত্যাখ্যানকারী আদেশ থেকে একটি আপিল থাকবে।

(ক) ধারা ৪৫ এর অধীনে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করুন:

(খ) এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শোনার জন্য আইন দ্বারা অনুমোদিত আদালতে ৪৮ ধারার অধীনে একটি বিদেশী পুরস্কার কার্যকর করা।

(২) এই ধারার অধীনে আপিলে পাস হওয়া কোনও আদেশের বিরুদ্ধে কোনও দ্বিতীয় আপিল থাকবে না, তবে এই ধারার কোনও কিছুই সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার কোনও অধিকারকে প্রভাবিত করবে না বা কেড়ে নেবে না।

১৩. ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা, আইন কমিশনের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রথম অংশে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিধানে বড় আকারের সংশোধনী করা হয়েছিল। যতদূর পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশটি কল্পনা করা হয়েছে, ৪৭ ধারায় একটি ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

"ব্যাখ্যা।-এই ধারায় এবং এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিভাগগুলিতে", "আদালত" "অর্থ সালিসী রায়ের বিষয়-বিষয় গঠনকারী প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মূল এখতিয়ারযুক্ত হাইকোর্ট, যদি এটি তার মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের বিষয়ে কোনও মামলার বিষয়-বিষয় হত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, সেই হাইকোর্টের ক্ষেত্রে, যার এখতিয়ার ছিল ঐ হাইকোর্টের অধস্তন আদালতগুলির ডিক্রি থেকে আপিল শোনার।"

১৪. বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারা, যার সাথে আমরা অবিলম্বে এই আপিলগুলিতে আবদ্ধ হয়েছি, দুটি অংশে বিভক্ত। প্রধান বিধানটি হল, যেমনটি শ্রী গিরি সঠিকভাবে জমা দিয়েছেন, একটি বিধান যা হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগের রায়, আদেশ এবং ডিক্রি থেকে আপিলের ব্যবস্থা করে। এই মূল প্রবিধানের ক্ষেত্রে, অনুবিধি দ্বারা একটি ব্যতিক্রম উত্থাপন করা হয়েছে। একটি অনুবিধিের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একটি ব্যতিক্রম প্রদানের মাধ্যমে মূল অংশের সাধারণত্বকে যোগ্যতা অর্জন করা, যা সিআইটি বনাম ইন্দো-মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, ১৯৫৯ সম্পূরক (২) এসসিআর ২৫৬ তে ২৬৬-২৬৭ নম্বরে অত্যন্ত আনন্দের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, এইভাবে:

"একটি অনুবিধির সঠিক কাজ হল এটি মূল আইনের সাধারণত্বকে একটি ব্যতিক্রম প্রদান করে এবং মূল আইন থেকে এমন একটি অংশ বাদ দিয়ে যা মূল আইনের মধ্যে পড়ে, যা, তবে অনুবিধির জন্য, মূল আইনের মধ্যে পড়ে। সাধারণত একটি অনুবিধির যথাযথ কার্যকারিতার সাথে এটিকে একটি সংযোজনের মাধ্যমে কিছু প্রদান বা মূল আইনের বাইরের বিষয় নিয়ে কাজ করা হিসাবে পড়া অপরিচিত। "এটি গঠনের একটি মৌলিক নিয়ম যে একটি অনুবিধিকে সেই মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিবেচনা করা উচিত যেখানে এটি একটি অনুবিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছে"। অতএব এটি মূল আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। (মতে দাস, প্রধান বিচারপতি আব্দুল জবার বাট বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে [(১৯৫৭) এসসিআর ৫১, ৫৯])। ভগবতী, জে., রাম নারায়ণ সন্স লিমিটেড বনাম বিক্রয় কর সহকারী কমিশনার [(১৯৫৫) ২ এসসিআর ৪৮৩, ৪৯৩] বলেছেনঃ

"ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক নিয়ম যে, একটি আইনের একটি নির্দিষ্ট বিধানের অনুবিধি কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে যা মূল বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত। এটি মূল বিধানের ব্যতিক্রম করে, যার জন্য এটি একটি অনুবিধি হিসেবে প্রণীত হয়েছে এবং অন্য কোনও বিধানের ব্যতিক্রম করে না।"

মাদ্রাজের লর্ড ম্যাকমিলান এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে কো. বনাম বেজওয়াড়া পৌরসভা [(১৯৪৪) এলআর ৭১ আইএ ১১৩, ১২২] নিম্নরূপ একটি বিধানের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেঃ

"একটি অনুবিধির যথাযথ কাজ হল এমন একটি মামলা বাদ দেওয়া এবং তার মোকাবিলা করা যা অন্যথায় মূল আইনের সাধারণ ভাষার মধ্যে পড়ে এবং এর প্রভাব সেই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যেখানে, বর্তমান ক্ষেত্রে, মূল আইনের ভাষা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, একটি অনুবিধির মূল আইনের ব্যাখ্যার উপর কোনও প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে না, যাতে এর দ্বারা স্পষ্টভাবে তার প্রকাশ্য অনুবিধির মধ্যে যা পড়ে তা এর থেকে বাদ দেওয়া যায়।"

অতএব, একটি অনুবিধির ক্ষেত্র হল মূল আইনের ব্যতিক্রম করা এবং এমন কিছু বাদ দেওয়া যা অন্যথায় ধারার মধ্যে থাকত। এটি একই ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে এবং যদি মূল আইনের ভাষা স্পষ্ট হয় তবে এটি মূল আইনটির ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বা আইনটির শব্দগুলি স্পষ্টভাবে যা বলে তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না যদি না অনুবিধির শব্দগুলি এমন হয় যে এটি তার প্রয়োজনীয় প্রভাব। (এছাড়াও টরন্টো সিটি কর্পোরেশন বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল [(১৯৪৬) এসি ৩২,৩৭]।)"

১৫. এই অনুবিধিে আরও বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এমন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে যা ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ **XLIII** এবং সালিসি আইনের ৩৭ ধারার অধীনে সুনির্দিষ্টভাবে গণনা করা হয়েছে। অবিলম্বে এটি লক্ষ্য করা যাবে যে, সিপিসি-র আদেশ **XLIII**-এর অধীনে সুনির্দিষ্টভাবে গণনা করা হয়নি এমন আদেশগুলি আপিলযোগ্য হবে না এবং শুধুমাত্র সালিসি আইনের ৩৭ ধারায় উল্লিখিত আপিলগুলি হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগে করা যেতে পারে।

১৬. সুতরাং, যে আদেশ ৮ ধারার অধীনে সালিশের পক্ষগুলিকে নির্দেশ করে, যা ৩৭ (১) (ক) ধারার অধীনে আপিলযোগ্য নয়, তা বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩(১) ধারার অধীনে আপিলযোগ্য হবে না। একইভাবে, সালিশ আইনের ১৬ ধারার উপ-ধারা (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত আবেদন প্রত্যাখ্যান করা আপিল ৩৭ (২)(ক) ধারার অধীনে সমানভাবে আপিলযোগ্য হবে না এবং তাই বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩(১) ধারার অধীনে।

১৭. এখনও অবধি, এত ভাল। তবে, এটি শ্রী গিরির প্রধান যুক্তি যে সালিসি আইনের ৫০ ধারার বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩(১) ধারার বিধানে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং তাই, সালিসি আইনের ৫০ ধারার অধীনে কোনও আপিল না থাকা সত্ত্বেও, এটি বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩(১) ধারার অধীনে থাকবে।

১৮. এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, ফুয়ার্স্ট ডে লসন (উপরে উল্লিখিত)-এর রায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন। আদালতের সামনে মামলাগুলির ব্যাচে যে সাধারণ প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল তা হল সালিসি আইনের ৫০ ধারার অধীনে আপিলযোগ্য না হলেও কোনও আদেশ হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্টের অধীনে আপিলের বিষয় হবে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে, এই আদালত কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে এবং তারপর ৩৬ অনুচ্ছেদে বলে যে, এখনও পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করা হয়েছে সেগুলি কিছু বিস্তৃত নীতি নির্ধারণ করে। আমরা সরাসরি উপ-ধারা (vii)-তে বর্ণিত নীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, যা নিম্নরূপঃ

"(vii) পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হল যেখানে বিশেষ আইন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড নির্ধারণ করে এবং সেই ক্ষেত্রে সাধারণ আইন পদ্ধতির প্রয়োগযোগ্যতা অন্তর্নিহিতভাবে বাদ দেওয়া হবে। স্পষ্ট বিধানটি" লেটার্স পেটেন্ট "শব্দগুলি উল্লেখ বা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই তবে যদি বিধানটি পড়া স্পষ্ট যে আরও সমস্ত আপিল নিষিদ্ধ করা হয় তবে এমনকি একটি লেটার্স পেটেন্ট আপিলও নিষিদ্ধ করা হবে।

(৩৫০ পৃষ্ঠায়)

১৯. এই মামলায় এই আদালতের সামনে যে দাখিল করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল শ্রী গিরির আমাদের সামনে একই দাখিল যে ধারা ৩৭-এ "এবং অন্য কারো কাছ থেকে নয়" এই অভিব্যক্তিটি রয়েছে যা সালিসি আইনের ধারা ৫০-এ এর অনুপস্থিতি দ্বারা স্পষ্ট। আদালত নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছেঃ

"৬০. এটাও স্পষ্ট যে আইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ আলাদা এবং এতে এমন বিধান রয়েছে যা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

ধারা ২-এর প্রারম্ভিক শব্দগুলি অর্থাৎ প্রথম অংশের সংজ্ঞার প্রকরণটি স্পষ্ট করে দেয় যে সেই বিভাগে সংজ্ঞায়িত অনুবিধি এবং অভিব্যক্তিগুলির জন্য নির্ধারিত অর্থগুলি কেবল সেই অংশের উদ্দেশ্যে। ধারা ৪ যা আপত্তি করার অধিকার মওকুফের সাথে সম্পর্কিত তা আইনের অংশের জন্যও নির্দিষ্ট। ধারা ৫ যা বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের পরিমাণ নিয়ে কাজ করে তা আইনের প্রথম অংশের জন্যও নির্দিষ্ট। ধারা ৭ যা "সালিশ চুক্তি" কে যথেষ্ট বিশদে সংজ্ঞায়িত করে তা কেবলমাত্র আইনের প্রথম অংশের জন্য শব্দটির অর্থ সীমাবদ্ধ করে। ধারা ৮ একটি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষগুলিকে সালিশ করার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত যেখানে একটি সালিশ চুক্তি রয়েছে এবং এই বিধানটিও শুধুমাত্র প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কিত (সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি স্বাধীনভাবে দ্বিতীয় অংশের যথাক্রমে প্রথম এবং I অধ্যায়ের ৪৫ এবং ৫৪ ধারায় তৈরি করা হয়েছে)। দ্বিতীয় অংশের দুটি অধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রথম অংশের অন্যান্য বিধানগুলির কোনও প্রয়োগ হবে না।

৬১. একবার দেখা যায় যে আইনের প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ তাদের উদ্দেশ্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে বেশ আলাদা, এটি স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ করে যে প্রথম অংশের ৩৭ ধারা (১৯৪০ আইনের ৩৯ ধারার অনুরূপ) আইনের প্রথম অংশের ৫০ ধারার সাথে তুলনীয় নয়। এর কারণ এই নয় যে, যেমন শ্রী সুন্দরম দাবি করেছেন যে ৩৭ ধারায় বন্ধনীতে "এবং অন্য কোনও থেকে" শব্দ নেই যা আইনের ৫০ ধারায় পাওয়া যায় না। ধারা ৩৭ এবং ধারা ৫০ তুলনামূলক নয় কারণ তারা দুটি ভিন্ন সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনার অন্তর্গত। আপীলের বিধান সম্বলিত ধারা ৩৭ একটি বৃহত্তর কাঠামোর অংশ, যা উপরে যেমন দেখা গেছে, অভ্যন্তরীণ সালিশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ সম্পর্কিত আইনের সম্পূর্ণ পরিসরের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে, ধারা ৫০-এ আপিলের বিধান খুবই সীমিত কাঠামোর মধ্যে রয়েছে, যা শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক কনভেনশন অ্যাওয়ার্ডের প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত। এক অর্থে, দুটি ধারা, যদিও প্রতিটিতে আপিলের বিধান রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন আইনের অন্তর্গত।"

(পাতায় ৩৫৬-৩৫৭)

এরপরে আদালত আইন প্রণয়নের নীতিতে প্রবেশ করে যার ফলে সালিসি আইনের ৫০ ধারা কার্যকর করা হয়। এতে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী বিদেশী পুরষ্কার আইনের অধীনে, বিদেশী পুরস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আনুষ্ঠানিক ডিক্রি পাস করতে হবে এবং এই ধরনের ডিক্রি পুরষ্কার অনুসারে অতিরিক্ত বা না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণেই বিদেশী পুরস্কার আইনের ধারা ৬(২) এর অধীনে বিদেশী পুরস্কার কার্যকর করার ডিক্রির বিরুদ্ধেও আপিল করা হয়েছিল।

যাইহোক, ধারা ৪৯ প্রণয়ন করে সালিসি আইনে এটি বাতিল করা হয়েছিল, যা একটি আমূল পরিবর্তন করে যার দ্বারা বিদেশী পুরস্কার নিজেই আদালতের অনুমোদন বলে মনে করা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে আপিল বাদ দেওয়া আইনের ধারা ৪৯ দ্বারা প্রবর্তিত আইনের পরিবর্তনের আলোকে বোঝা উচিত (রায়ের ৭৪ এবং ৭৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)। এটি যোগ করা যেতে পারে যে উপরোক্ত সংশোধনীটি বিদেশী পুরষ্কার প্রয়োগের প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করেছে, যে ক্ষেত্রে একক বিচারক বিদেশী পুরষ্কার প্রয়োগের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন সে ক্ষেত্রে আপিলের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন।

২০. আদালত ভারতের ইউনিয়ন বনাম মহিন্দ্র সরবরাহ কোম্পানি, (১৯৬২) ৩ এস. সি. আর ৪৯৭ মামলায় এই আদালতের রায় নিয়ে আলোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ঃ

"৮৯. এইভাবে দেখা যায় যে, সালিশ আইন, ১৯৪০, তার শুরু থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত (পিএস. সাথপ্পানে [(২০০৪) ১১ এসসিসি ৬৭২]) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এখন, যদি সালিশ আইন, ১৯৪০ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে সালিশ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, সালিশ ও সমঝোতা আইন,, ১৯৯৬, যা সালিশ সম্পর্কিত আইনকে একত্রিত করে, সংশোধন করে এবং নকশা করে, যতটা সম্ভব, আনসিট্রাল মডেলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিকে আনতে হবে। একবার যখন সালিশ আইনকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড এবং সম্পূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন তুলজাপুরকর, বিচারপতি-এর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ব্যবহার করে এটি অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে এটি "একটি নেতিবাচক গুরুত্ব বহন করে যে কেবলমাত্র আইনে উল্লিখিত কাজগুলি করা অনুমোদিত এবং তাতে উল্লিখিত কাজ বা জিনিসগুলি করা অনুমোদিত নয়।" অন্য কথায়, একটি চিঠির পেটেন্ট আপিলকে সাধারণ নীতির প্রয়োগ দ্বারা বাদ দেওয়া হবে যে যেখানে বিশেষ আইন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড নির্ধারণ করে সেখানে সাধারণ আইন পদ্ধতির প্রয়োগযোগ্যতা পরোক্ষভাবে বাদ দেওয়া হবে।

৯০. এইভাবে, আমরা দুটি ভিন্ন উপায়ে একটি চিঠির পেটেন্ট আপিল বাদ দেওয়ার বিষয়ে উপসংহারে পৌঁছেছি: একটি, বলতে গেলে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৯ ও ৫০ ধারা দ্বারা প্রণীত প্রকল্প এবং ১৯৬১ সালের আইনের ৬ ধারার অধীনে আপিলের পূর্ববর্তী বিধানে যে আমূল পরিবর্তন এনেছে তা সূক্ষ্ম ভিত্তিতে পরীক্ষা করে এবং অন্যটি ১৯৯৬ সালের আইনের প্রকৃতি ও চরিত্রকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ কোড হিসাবে বিবেচনা করে স্থূল ভিত্তিতে।

৯১. উপরের আলোচনার আলোকে, এটি অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে কোনও চিঠির পেটেন্ট আপিল এমন কোনও আদেশের বিরুদ্ধে হবে না যা সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৫০-এর অধীনে আপিলযোগ্য নয়।

(৩৭১ পৃষ্ঠায়**)**

২১. ফুয়ার্স্ট ডে লসন **(**উপরে উল্লিখিত**)**-এর এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, যা সংসদ জানবে বলে মনে করা হয় যখন এটি সালিসি সংশোধনী আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করে এবং বাণিজ্যিক আদালত আইন কার্যকর হওয়ার সময় সালিসি আইনের ৫০ ধারায় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি, এটি স্পষ্ট যে ধারা ৫০ সালিসি সম্পর্কিত বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোডে অন্তর্ভুক্ত একটি বিধান, এবং যা সম্পূর্ণ সহজাত। এটি ফুয়ার্স্ট ডে লসন **(**উপরে উল্লিখিত**)**-এর ৮৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নেতিবাচক গুরুত্ব বহন করে যে এতে উল্লিখিত আপিলগুলি অনুমোদিত নয়। এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ **(**১**)** ধারা, বাণিজ্যিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত আপিল সম্পর্কিত সালিশ সম্পর্কিত একটি সাধারণ বিধান হওয়ায়, অবশ্যই সালিশ আইনের ৫০ ধারার আওতায় আসা মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২২. যাইহোক, প্রশ্নটি এখনও উত্থাপিত হয় যে কেন বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ **(**১**)** ধারার বিধানে সালিসি আইনের ৩৭ ধারাটি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোডে অন্তর্ভুক্ত আপিলের একটি বিশেষ বিধান, যা যে কোনও ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ **(**১**)** ধারার বাইরে থাকবে। একটি উত্তর হল যে এটি প্রচুর পরিমাণে করা হয়েছিল, আরেকটি উত্তর হতে পারে যে যেহেতু ধারা ৩৭ নিজেই সালিসি সংশোধনী আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল, যা বাণিজ্যিক আদালত আইনের একই দিনে কার্যকর হয়েছিল, তাই সংসদ তার বিচারে ভেবেছিল যে, বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ **(**১**)**-এ অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিধানের চেয়ে সংশোধিত ধারা ৩৭-কে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ঘটনাচক্রে, ২০১৫ সালের সংশোধনী সালিসি আইনে আপিলযোগ্য আদেশের বিভাগে আরও একটি বিভাগ প্রবর্তন করেছে, অর্থাৎ, একটি বিভাগ যেখানে ধারা ৮-এর অধীনে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করতে অস্বীকার করে একটি আদেশ দেওয়া হয়। সংসদ এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতে পারে যে, ধারা ৮-এর অধীনে পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করা একটি আদেশ ধারা ৩৭ **(**১**) (**ক**)**-এর অধীনে আপিলযোগ্য নয় এবং তাই বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ **(**১**)**-এর অধীনে আপিলযোগ্য হবে না। ধারা ১৩**(**১**)**-এর শর্তাবলীতে সালিশ আইনের ধারা ৩৭ অন্তর্ভুক্ত করার চূড়ান্ত কারণ যাই হোক না কেন, ফুয়েস্ট ডে লসন **(**উপরে উল্লিখিত**)** এর রায়ের অনুপাত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে, এবং তাই, সালিশ আইনের ধারা ৫০-এর অধীনে দায়ের করা আপিলগুলিকে কেবল ধারা ৫০-এর অনুশীলন অনুসরণ করতে হবে।

২৩. এটি আসলে ধারা ৫০-এর ভাষা থেকেই অনুসরণ করা হয়। বিদেশী পুরস্কার প্রয়োগের সমস্ত সালিশের ক্ষেত্রে, এটি কেবল ধারা ৫০-ই একটি আপিল প্রদান করে। আপিলের ব্যবস্থা করার পরে, আপিলের ফোরামটি "এই ধরনের আদেশ থেকে আপিল শোনার জন্য আইন দ্বারা অনুমোদিত আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে", ধারা ৫০ সঠিকভাবে পড়ার অর্থ হবে যে যদি কোনও আপিল উক্ত বিধানের অধীনে থাকে, তবে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক আদালত আইনের ধারা ১৩ (১) এমন একটি ফোরাম হিসাবে আকৃষ্ট হবে যা এই ধরনের আপিল শুনবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে।

২৪. প্রকৃতপক্ষে, সুমিতোমো কর্পোরেশন বনাম সিডিসি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (মরিশাস) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, (২০০৮) ৪ এস. সি. সি ৯১-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত সালিসি আইনের ৫০ ধারা এবং কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ১০ (১) (ক) এবং ১০চ ধারার সাথে যুক্ত হয়ে বলে যে একবার ৫০ ধারায় আপিলের ব্যবস্থা করা হলে, এই ধরনের আপিল শোনার জন্য আইন দ্বারা অনুমোদিত আদালত তখন কোম্পানি আইনের ১০ (১) (ক) এবং ১০চ ধারায় পাওয়া যাবে। বর্তমান মামলাটি সালিসি আইনের ৫০ ধারার সমান্তরাল উদাহরণ যা আপিলের ব্যবস্থা করে এবং বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারা যা এই ধরনের আপিলের জন্য ফোরাম প্রদান করে। শুধুমাত্র, বর্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু সালিসি আইনের ৫০ ধারার অধীনে কোনও আপিল নেই, তাই এর জন্য কোনও ফোরাম সরবরাহ করা যাবে না।

২৫. অরুণ দেব উপাধ্যায় বনাম ইন্টিগ্রেটেড সেলস সার্ভিস লিমিটেড, (২০১৬) ৯ এস. সি. সি. ৫২৪ ৫৩৭-এ এই আদালতের একটি সাম্প্রতিক রায় উভয় পক্ষের আইনজীবীর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই ক্ষেত্রে, একক বিচারক আবেদনকারীদের পক্ষে একটি বিদেশী পুরষ্কার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা দাবি করেছিলেন যে ১৯৮৬ সালের মহারাষ্ট্র আইনের চিঠির পেটেন্ট আপিল বিলুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে একক বিচারকের আপিল টেকসই ছিল না। এই আদালত, ফুয়ার্স্ট ডে লসন (উপরে উল্লিখিত)-এর পরে, নিম্নলিখিত অনুবিধিে উপরোক্ত যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছেঃ

"২৫. উপরোক্ত বিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে একটি ফোরাম তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ। ১৯৯৬ সালের আইনের ৫০ (১) (খ) ধারায় আপিলের ব্যবস্থা রয়েছে। ৫০ (১) (খ) ধারাটি ২০১৫ সালে কার্যকর হওয়া আইন দ্বারা সংশোধন করা হয়নি। সুতরাং, ১৯৯৬ সালের আইনের ৫০ (১) (খ) ধারার অধীনে ডিভিশন বেঞ্চের সামনে আপিল রক্ষণযোগ্য।

২৬. এইভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৯৬ সালের আইনের ৫০ (১) (খ) ধারার অধীনে বিজ্ঞ একক বিচারকের বিতর্কিত রায় ‖ইন্টিগ্রেটেড সেলস সার্ভিসেস লিমিটেড বনাম ডি. এম. সি ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেড, ২০১৬ এস. সি. সি অনলাইন বম ৪৪৪৫‖ হাইকোর্টের মূল অংশে পাস করা হয়েছে। যাই হোক না কেন, আইনের ১৩ ধারার অধীনে একক বিচারক সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে আপিল না করা হলে ১৩ ধারার অধীনে লেটার্স পেটেন্টের অধীনে আপিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ধরনের আপিল আইনের ৫ ধারার অধীনে সরবরাহ করা হয়। ১৯৯৬ সালের আইনের ৫০ ধারার অধীনে আপিল না করা হলে চিঠির পেটেন্ট আপিল আহ্বান করা যেত না। কিন্তু এটি আপিলের ব্যবস্থা করে। আইনের ৫ ও ১৩ ধারা এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ৫০ ধারা যা সংশোধন করা হয়নি, তা বিবেচনা করলে এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, একটি চিঠির পেটেন্ট আবেদন ডিভিশন বেঞ্চের সামনে রক্ষণযোগ্য। এটিকে ১৯৯৬ সালের আইনের ৫০ (১) (খ) ধারার অধীনে আপিল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং উক্ত পরামিতিগুলির মধ্যে বিচার করতে হবে।

২৬. যা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে আপিলের বিষয়টিকে বিবেচনা করে ৫০ নং ধারায় আপিলের বিধান রয়েছে, চিঠির পেটেন্ট নয়। এছাড়াও, আপিলটি কেবল ৫০ নং ধারার পরামিতিগুলির মধ্যে বিচার করতে হবে। একই সাথে, যেখানে ৫০ নং ধারা কোনও আপিল বাদ দেয়, সেখানে এই ধরনের কোনও আপিল থাকবে না।

২৭. মামলার এই পরিপ্রেক্ষিতে, বাণিজ্যিক আদালত আইনের ২১ ধারার উপর ভিত্তি করে শ্রী গিরির যুক্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। ধারা ২১ কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ধারা ১৩ (১) প্রথমে প্রয়োগ করা হয়, যা, যেমনটি পাওয়া গেছে, উপরে দেওয়া কারণগুলির জন্য প্রয়োগ করা যায় না। একইভাবে, 'বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১১ ধারার উপর ভিত্তি করে আপিলকারীদের জন্য ন্যস্ত আইনজীবীর যুক্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া অপ্রয়োজনীয়।

২৮. বিষয়টি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। উভয় আইনের উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট যে সালিশ নিজেই পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের দ্রুত সমাধানের জন্য বোঝানো হয়েছে। একইভাবে, বিদেশী পুরষ্কারের প্রয়োগ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া উচিত যদি ভারত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে বলতে গেলে সমান অংশীদার হিসাবে থাকতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্যিক আদালত আইন কার্যকর করার কারণ হল যে উচ্চ পরিমাণে অর্থ জড়িত বাণিজ্যিক বিরোধগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিত। উভয় আইনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, যদি আমরা একটি অতিরিক্ত আপিল প্রদান করি, যখন ধারা ৫০ বিদেশী রায় দ্রুত কার্যকর করার জন্য আপিল বাতিল করে, তাহলে আমরা সালিসি আইন এবং বাণিজ্যিক আদালত আইনকে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেব।

স্বীকারযোগ্যভাবে, যদি ভারতে প্রয়োগ করা কোনও বিদেশী পুরষ্কারে থাকা পরিমাণ এক কোটি টাকার কম হয় এবং কোনও হাইকোর্টের একক বিচারক এই ধরনের পুরষ্কার কার্যকর করেন, তবে বিদেশী পুরষ্কারগুলি দ্রুত প্রয়োগের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোনও আপিল করা হবে না। যাইহোক, যদি একই পরিস্থিতিতে, কোনও বিদেশী পুরষ্কার ১ কোটি টাকা বা তার বেশি হয়, যদি আবেদনকারীরা সঠিক হন, তাহলে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারার অধীনে আপিল প্রদান করে এই ধরনের পুরষ্কারের প্রয়োগ আরও বিলম্বিত হবে। এই ধরনের কোনও ব্যাখ্যা অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করবে এবং বাণিজ্যিক আদালত আইন দ্বারা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরাসরি বিপরীত হবে, অর্থাৎ, ১ কোটি টাকা বা তার বেশি পরিমাণের বাণিজ্যিক প্রকৃতির বিরোধের দ্রুত সমাধান। এই কারণেও, আমরা মনে করি যে বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ (১) ধারাকে অবশ্যই আইন দ্বারা অর্জনের উদ্দেশ্য অনুসারে বিবেচনা করা উচিত।

বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ ধারার যে কোনও নির্মাণ, যা "বিদেশী রায় দ্রুত প্রয়োগের পরিবর্তে আরও বিলম্ব ঘটাবে, তাই অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এমনকি উভয় সংবিধির সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্মাণের মতবাদ প্রয়োগ করার পরেও, এটি স্পষ্ট যে বিশেষ সংবিধিকে কার্যকর করার মাধ্যমে সেগুলি সর্বোত্তমভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ সালিশ আইন, আরও সাধারণ সংবিধির সাথে, যেমন বাণিজ্যিক আদালত আইন, সালিশ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

২৯. অতএব, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই আপিলগুলি খারিজ করা হয়।

কল্পনাকে.ত্রিপাঠি আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen